— : উপসংহার : —

প্রভাতকুমারের জীবন ও সাহিত্য পরিক্রমায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত-অভিমুখী হয়ে উঠতে হয়।

(১) প্রভাতকুমার ছিলেন মধ্যবিত্ত মানসিকতার অধিকারী। শিক্ষা এবং কর্মসূত্রে বাংলা বিহার এবং বিলাত প্রবাসে তাঁর জীবনের বহুদিন অতিবাহিত হলেও মনের দিক থেকে সাধারণ বাঙালী জীবনের সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করার চেষ্টা তাঁর মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। বরং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু সমাজের প্রচলিত সংস্কারের প্রতি তাঁর আনুগত্য লক্ষনীয়।

(২) ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর সাহিত্যিক এবং কর্মজীবন যদিও মূলত: বিংশ শতাব্দীতে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক অথবা সাহিত্যিক চিন্তাধারায় বিংশ শতাব্দীর জীবন জটিলতার বিশেষ পরিচয় নাই। বরং বিগত শতাব্দীর শান্ত সমাহিত সামাজিক পারিবারিক জীবনের প্রতি তাঁর আস্থা সমধিক। জীবন সম্পর্কে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি কোন কারণেই কোথাও তেমন বিচলিত হতে দেখা যায় না। বিংশ শতাব্দীর নারীশিক্ষা, ধর্ম অথবা স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারায় পরিবর্তনকে তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

(৩) রবীন্দ্রনাথের উপদেশ নির্দেশ, সঙ্গ-সহযোগিতায় তাঁর সাহিত্যিক জীবন পল্লবিত হয়েছে অথচ ~~রবীন্দ্র~~ রবীন্দ্র-অনুগামী হলেও রবীন্দ্র অনুসারীরূপে তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের গভীর মননের অংশীদার তিনি নন — রবীন্দ্রনাথে যে গভীর সৌন্দর্যানুভূতি এবং জীবন দর্শনের পরিচয় আছে প্রভাতকুমারের রচনায় সেই গভীরতার অভাব সহজেই অনুভব করা যায়। তাঁর ~~জীবনদর্শনের~~ জীবনদর্শন জীবনের স্থিতাবস্থাতে প্রায়শই সীমাবদ্ধ।

(৪) প্রভাতকুমার জীবনকে দেখেছেন সাধারণ মানুষের সহজ দৃষ্টিতে। ইহ-জীবনের স্বরূপ প্রকাশেই তিনি ব্যস্ত, কোন আদর্শায়িত জীবন চিত্রণের চেষ্টা তিনি বিশেষ করেন নাই। বঙ্কিম সাহিত্যে সাধারণ জীবনের সংবাদ দুর্লভ। দূরকালের বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রাদুর্ভাব বঙ্কিম সাহিত্যে রোমান্সরস-সৃষ্টির সহায়ক। রবীন্দ্রনাথ মননের এবং উপলব্ধির ঊর্দ্ধস্তরে প্রায়শই বিচরণ করেছেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে আবেগমথিত দরদী চিত্তের মর্মস্পর্শী প্রকাশ ঘটেছে। প্রেমে বঞ্চিত, দু:খে জর্জরিত জীবনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি অন্তহীন। সামাজিক অভিঘাতে রক্তাক্ত, দলিত মথিত চিত্তের নিপুন শিল্পী তিনি। প্রভাতকুমারের জীবনচিত্রণ ঘরোয়া জীবনের রস-সংস্কারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে।

বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের কান্না হাসি, রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক যে রসসংস্কারকে ঘিরে আবর্তিত হয় প্রভাতকুমার মূলত: সেই জীবনের রূপকার ।

(৫) প্রভাতকুমারের সাহিত্যসৃজনী প্রতিভা কবিতা, প্রহসন, উপন্যাস রচনা করলেও ছোটগল্প সৃষ্টিতেই তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয় । শুধু গল্প রচনার প্রাচুর্যে নয় শিল্পগত উৎকর্ষে বাংলা সাহিত্যের এই শাখায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান নির্দেশিত হতে পারে। অবশ্য তাঁর XXX সমকালে একদা তিনি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও অধিক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন ।

(৬) প্রভাতকুমারের রচনারীতি সর্বত্রই সহজ এবং আড়ম্বরহীন। অনায়াস ভঙ্গিতে সহজ ভাষায় মানব মনের সুখ-দু:খ, রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের পরিচয় প্রদানে তাঁর পারঙ্গমতা কৃতিত্বের দাবী রাখে ।

(৭) প্রভাতকুমার সাধারণ বাঙালী জীবনের সমতলের ঢেউয়ে সন্তরণ করেছেন । বাঙলার সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাস পেলেও যে স্মিত কৌতুকের দৃষ্টিতে জীবনকে তিনি দেখেছেন সেই জীবনদৃষ্টি আজও উপভোগ্য । তাঁর সাহিত্যসম্ভার পাঠকমনের যে রসতৃষ্ণাকে একদা মিটিয়েছিল আমাদের রসসংস্কারে আজও তা বিদ্যমান। তাই প্রভাতসাহিত্য আজকের যুগে সমভাবেই আদরনীয় ।